দলীয়করণ স্বজনপ্রীতি ও জ্যেষ্ঠতা ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি

ডিসিসিতে টাস্কফোর্সের কাছে অভিযোগ

নিখিল মানখিন ॥ দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও টাকার জোরে জ্যেষ্ঠতা ডিঙ্গিয়ে সম্পন্ন হয়েছে পদোন্নতির রমরমা বাণিজ্য। বিগত রাজনৈতিক সরকারের আমলে ডিসিসিতে মঞ্চস্থ হওয়া এমন বহু ঘটনার সন্ধান পেয়েছে টাস্কফোর্স। নিচের পদে থেকেও কেউ কেউ ভোগ করছেন উপরের পদের ক্ষমতা। সহকারী প্রকৌশলী হয়েও নির্বাহী প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করার নজিরও পাওয়া গেছে। বিতর্কিত ওই সব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ। নগর ভবনে টাস্কফোর্স অফিস খোলার পর এ ধরনের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন এ ধরনের দশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েও উপরের পদে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে বসে আছেন শিহাবউল্লাহ। একই সঙ্গে তিনি চারটি প্রকল্পের পরিচালক। নগর ভবনে ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত এই প্রকৌশলীর বিষয়টি টাস্কফোর্স খতিয়ে দেখছে। শিহাবউল্লাহ ১৯৯৩ সালের ডিসিসির পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে যোগ দেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তাকে উচ্চপদে দায়িত্ব দেয়ার বিধান না থাকলেও তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী শামসুল হক ভূঁইয়ার আত্মীয় হওয়ার সুবাদে তিনি প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পান। এর পর শিহাবউল্লাহ প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষের আগেই প্রকল্পের দু'টি নির্বাহী প্রকৌশলী পদের একটিকে বিলুপ্ত করে একটি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ ও আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন করিয়ে আনেন। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী পদে আবু সালেহ মোঃ মাইনুদ্দিন থাকার পর শিহাবউল্লাহকে কোথায় দেয়া হবে, সেই প্রশ্ন ওঠে। প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে কাউকে দেয়ার মতো জনবল না থাকায় শিহাবউল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ঘটনায় প্রকৌশলীরা তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত অভিযোগ জানালে ডিসিসি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু গত এক বছরেও তদন্ত কমিটি কোন রিপোর্ট দিতে পারেনি। শিহাবউল্লাহ বর্তমানে আরও তিনটি প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ডিসিসির এক কর্মকর্তা জানান, এ ধরনের ঘটনায় যোগ্য কর্মকর্তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে করপোরেশনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে।

অন্যদিকে পদোন্নতি না পেলেও ৬ বছর ধরে উচ্চ পদের বেতন তুলছেন আরেক সহকারী প্রকৌশলী আশিকুর রহমান। মেয়রের আস্থাভাজন হওয়ায় তিনি যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অনিয়মের অভিযোগে সম্প্রতি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ২০০০ সালে আশিকুর রহমান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ভুয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিয়ে পদোন্নতি নেন। প্রজ্ঞাপনটি ডিসিসিতে নথিজাত করে নতুন বেতন স্কেলে বেতন-ভাতা তোলা শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আনিসুর রহমান প্রজ্ঞাপনটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ডিসিসির চাকরি বিধিতে পদোন্নতিদানের জন্য আট সদস্যের একটি বাছাই কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে কমিটির চেয়ারম্যান মেয়র ও সদস্য সচিব হলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বাছাই কমিটিই চূড়ান্ত করে পদোন্নতির বিষয়। পরবর্তীতে তা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্মতি জানালে পরিবর্তিত বেতন স্কেল কার্যকর হয়ে যায়। আশিকুর রহমানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি সংস্থার সচিবের কাছে নথিজাতও করা হয়নি। বাছাই কমিটির কোন বৈঠকই করা হয়নি। প্রজ্ঞাপনটি ডিসিসির হিসাব বিভাগে জমা দিয়েই বেতন-ভাতা নেয়া শুরু করেন আশিকুর রহমান। পরবর্তীতে বিষয়টি ধরা পড়লে ২০০৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আশিকুর রহমানকে পদাবনতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়। ডিসিসির তৎকালীন সচিব আলমগীর হোসেন খানকে ম্যানেজ করে আশিকুর রহমান তা স্থগিত রাখেন। ২০০৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আরেক আদেশে আশিকুর রহমানকে জরুরীভিত্তিতে পদাবনতি দিয়ে পূর্বোক্ত বিভাগে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। তাতেও কাজ হয়নি। সর্বশেষ ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আশিকুর রহমানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। ডিসিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সুষ্ঠু পদোন্নতি হলে এ পদে অঞ্চল-১০এর তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী মনসুর আহম্মেদের নিয়োগ পাওয়ার কথা ছিল। মনসুর আহম্মেদকে 'আওয়ামী লীগার' বানিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে।

একই ভাবে ডিইউপির পরিচালক ফারুক আজিজকে আওয়ামী লীগার বানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী করা হয়নি। ফারুক আজিজের বাবা ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংসদ। যে কারণে ফারুক আজিজের জুনিয়র কুদরত উল্লাহ ও আব্দুস সালাম পদোন্নতি পেয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হয়েছেন। কিন্তু ফারুক আজিজ হতে পারেননি। অন্যদিকে এ ধরনের পদোন্নতিপ্রাপ্তরা একাধিক দায়িত্বও পালন করছেন। জেষ্ঠ্যতা ডিঙিয়ে মেয়রের আশীর্বাদে আরও যে দু'জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন তাঁরা হলেন ভাণ্ডার কর্মকর্তা মাহমুদ হোসেন ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা খন্দকার মিল্লাতুল ইসলাম।